MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Reconstructing Ancient and Medieval India's Socio-Economic and Literary Landscape: A Historical and Comparative Assessment of Jain Literature

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাহিত্যিক পুনর্গঠন : জৈন সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক মূল্যায়ন

Dr. Littan Sarkar

Assistant Teacher (History), Gajghanta T.K.S. High School, Mogra, Hooghly, West Bengal, India
Email: sarkarlittan11@gmail.com
Page No: 142-147

Abstract: *Jaina literature represents one of the richest, linguistically diverse, and historically significant literary traditions of the Indian subcontinent. It is not merely confined to spiritual doctrines; rather, it serves as a crucial socio-economic and cultural nexus of ancient and medieval India. This paper critically examines the antiquity, linguistic evolution, canonical traditions, and economic significance of Jaina narrative literature. Tracing its roots from early oral traditions, Vedic parallels, and the codification of Prakrit Āgamic texts through the councils of Pāṭaliputra and Vallabhī, this study highlights how Jaina seers and ācāryas deliberately embraced Ardhamāgadhī, Prakrit, and Apabhraṃśa over Sanskrit to democratize knowledge for the masses. This linguistic democratization subsequently laid the foundational groundwork for modern vernacular languages such as Hindi, Gujarati, Rajasthani, Marathi, Kannada, and Tamil.*

Drawing upon evidence from both canonical texts (Daśavaikālika Sūtra, Ācārāṅga, Sūtrakṛtāṅga) and post-canonical or non-canonical narratives and commentaries (Samarāiccakahā, Kuvalayamālākahā, Upamitibhavaprapañcakathā, Pariśiṣṭaparvan, and Triṣaṣṭilakṣaṇamahāpurāṇa), the paper analyzes the structural taxonomy of literary narratives categorized into dharmakathā, arthakathā, kāmakathā, and miśrakathā, emphasizing the moral agency of satkathā in social reform. Beyond literary analysis, this research unearths vital historical evidence regarding the contemporary agrarian economy, including advanced irrigation technologies like the araghaṭṭa (Persian wheel), crop diversity (such as śāli rice, wheat, and sugarcane), and sophisticated textile industries (kauśeya, kṣauma, aṃśuka). Ultimately, the study demonstrates how the cardinal doctrine of ahiṃsā impelled the mercantile (vaiśya) community to transition away from agrarian pursuits toward trade, commerce, and usury, thereby fundamentally altering post-Gupta social stratification and caste dynamics in early medieval India.

Keywords: *Jaina Literature, Āgama, Samarāiccakahā, Araghaṭṭa, Prakrit Language, Socio-Economic Transformation, Satkathā, Ahiṃsā.*

১. ভূমিকা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠন বহুলাংশে নানা ধরনের উৎস উপকরণের ওপর নির্ভর করে। যদিও শিলালিপি এবং মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি মূল্যবান কালানুক্রমিক ভিত্তি প্রদান করে, বর্ণনামূলক সাহিত্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক মূলবোধের এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে জৈন কথা (বর্ণনামূলক গল্প বলা) সাহিত্য একটি ব্যতিক্রমী সমৃদ্ধ, বহুমুখী কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কম ব্যবহৃত আকর হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রধানত নৈতিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষামূলক পাঠদান এবং আধ্যাত্মিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে উদ্ভূত হয়ে, জৈন বর্ণনামূলক গ্রন্থগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ক্রমবিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে পদ্ধতিগতভাবে নথিভুক্ত করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে, যেখানে সনাতন গোঁড়া ঐতিহ্যগুলি প্রায়শই অভিজাত পৃষ্ঠপোষকতা এবং সংস্কৃত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, জৈন ধর্ম সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। জৈন সাহিত্য একটি বিশাল পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে: ক্যানোনিকাল গ্রন্থ বা মূল শাস্ত্র (আগম বা সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে রয়েছে অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদ সূত্র, এবং মূল সূত্র), ক্যানোনিকাল-উত্তর ব্যাখ্যা গ্রন্থ (নিজ্জুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণি, টীকা,

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

বৃত্তি), সন্তদের জীবনী বা পুরাণ (পুরাণ বা চরিত), এবং ধর্মনিরপেক্ষ/নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী (কথা এবং প্রবন্ধ)। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক ও মধ্যযুগীয় ভারতের ঐতিহাসিক রূপান্তর বুঝতে জৈন প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রাচীনতা, ক্যানোনিকাল বিবর্তন, কাঠামোগত শ্রেণীবিন্যাস এবং বহুমুখী অবদান বিশ্লেষণ করা।

২. প্রাচীনতা, ক্যানোনিকাল উৎপত্তি এবং ভাষাগত বিবর্তন

২.১. মৌখিক ঐতিহ্য থেকে ক্যানোনিকাল সংকলন

জৈন শিক্ষা প্রাথমিকভাবে এক কঠোর মৌখিক ঐতিহ্যের (শ্রুতি) মাধ্যমে সংরক্ষিত ছিল। শুরুর দিকে, জৈন সন্ন্যাসীরা কঠোর ত্যাগের ব্রত পালন করতেন এবং কোনো লিখিত রেকর্ড রাখতেন না। ভগবান মহাবীরের প্রত্যক্ষ শিষ্যরা, যারা গণধর নামে পরিচিত ছিলেন, তারা তাঁর প্রত্যক্ষ বাণী (দিব্য-ধ্বনি) মৌখিকভাবে সংকলন করেছিলেন। যে সন্ন্যাসীদের কাছে বিলুপ্ত পূর্ব-এর জ্ঞান ছিল, তাদের শ্রুত-কেবলী বলা হতো। তবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্ভিক্ষ, মঠের বিচ্ছুরণ এবং মৌখিক প্রবাহের ক্ষতির ফলে এই পবিত্র গ্রন্থগুলি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়েছিল।

সম্পূর্ণ বিলুপ্তি রোধ করতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষদ বা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল:

১. **পাটলীপুত্রের প্রথম সম্মেলন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক):** স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে শ্বেতাম্বর ঐতিহ্য ক্যানোনিকাল গ্রন্থগুলির (অঙ্গ) প্রাথমিক সংকলন শুরু করে।

২. **বলভীর দ্বিতীয় সম্মেলন (৫ম–৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ):** গুজরাটের বলভীতে দেবর্ধি ক্ষম আশ্রমাণের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনটি আয়োজিত হয়, যেখানে সম্পূর্ণ শ্বেতাম্বর আগম শাস্ত্রকে পদ্ধতিগতভাবে একত্রিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

শ্বেতাম্বরদের দ্বারা গৃহীত ক্যানোনিকাল কাঠামোটি ৪৬টি মূল গ্রন্থ নিয়ে গঠিত:

১২টি অঙ্গ: সন্ন্যাস জীবনের আচরণ, নীতিশাস্ত্র এবং তত্ত্ব বর্ণনা করে প্রাচীনতম মূল শাস্ত্র।

১২টি উপাঙ্গ: অঙ্গ-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি সহকারী সাহিত্য।

১০টি প্রকীর্ণ: জৈন ধর্মের স্বাধীন ও বিবিধ বিষয় ব্যাখ্যা করে লেখা গ্রন্থ।

৬টি ছেদ সূত্র: সন্ন্যাসীদের আচরণ, অনুশাসন ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

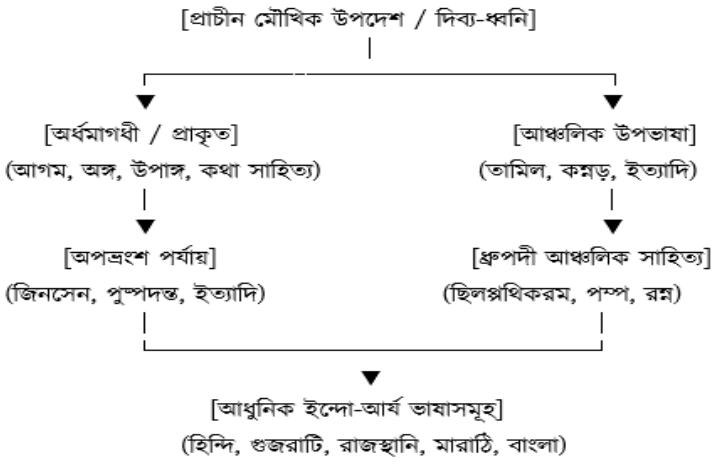
৪টি মূল সূত্র: প্রাথমিক সন্ন্যাস জীবনের অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য মূল গ্রন্থ।

২টি স্বতন্ত্র গ্রন্থবলি: যার মধ্যে রয়েছে নন্দী সূত্র এবং অনুগদ্বার সূত্র।

অন্যদিকে, দিগম্বর ঐতিহ্য বিশ্বাস করে যে মূল অঙ্গ সাহিত্য চিরতরে হারিয়ে গেছে। তারা ষট্খণ্ডাগম এবং কষায়প্রাবৃত-এর মতো স্বতন্ত্র মৌলিক গ্রন্থগুলিকে ক্যানোনিকাল মর্যাদা দেয় এবং কুন্দকুন্দের সময়সার ও নিয়মসার, সামন্তভদ্রের রত্নকরণ্ড শ্রাবকাচার, এবং উমাস্বাতীর তত্ত্বার্থ সূত্র-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্যানোনিকাল-উত্তর গ্রন্থগুলিকে স্বীকার করে।

২.২. ভাষাগত গণতন্ত্রীকরণ এবং আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তি

শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে গল্প বলার ধারণাটির প্রাচীন কাঠামোগত সমান্তরালতা রয়েছে ঋগ্বেদ-এর বৈদিক কথোপকথন সূক্ত (সংবাদ সূক্ত) এবং অথর্ববেদ-এর বর্ণনামূলক ধারার (ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, নারাশংসী) সাথে। তবে, জৈন ঋষিগণ একটি বড় সামাজিক-ভাষাগত পরিবর্তন আনেন। কেবল অভিজাতদের ব্যবহৃত সংস্কৃতের ওপর নির্ভর না করে, জৈন তীর্থঙ্কর ও আচার্যরা প্রচার ও লেখনীর জন্য জনসাধারণের নিজস্ব ভাষা—প্রধানত অর্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী, এবং পরবর্তীতে অপভ্রংশ ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন।



MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

এই ভাষাগত গণতন্ত্রীকরণ নিশ্চিত করেছিল যে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এবং নৈতিক নিয়মাবলী কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের কাছে সরাসরি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা এবং সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন-এর মতো রচনাগুলি ধ্রুপদী ব্যাকরণের সাথে সাধারণ উপভাষার সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল। জৈন পণ্ডিতদের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার এই ধারাবাহিক চর্চা পরবর্তীতে হিন্দি, গুজরাটি, রাজস্থানি এবং মারাঠির মতো আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছিল। তদ্ব্যতীত, জৈন পণ্ডিতরা দক্ষিণ ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্যেও অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন; তারা তামিল (যেমন ইলাঙ্গো আদিগালের ছিলপ্পথিকরম, তিরুতক্কত্তেবরের জীবক চিন্তামণি, নালদীয়ার) এবং কন্নড় ভাষায় (যেমন কন্নড় সাহিত্যের "ত্রিরত্ন" : পম্প, পোন্ন, এবং রন্ন) মহাকাব্য ও সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

৩. জৈন সাহিত্যের কাঠামোগত শ্রেণীবিন্যাস ও সামাজিক তাৎপর্য

জৈন ক্যানোনিকাল সাহিত্য, বিশেষ করে দশবৈকালিক সূত্র, নায়াধম্মকহাও, এবং ক্যানোনিকাল-উত্তর ব্যাখ্যাগুলিতে মূল বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে বর্ণনামূলক সাহিত্যের কাঠামোগত শ্রেণীবিন্যাস প্রদান করা হয়েছে। কাহিনীগুলিকে প্রধানত পুরুষার্থের (পুরুষার্থ) ওপর ভিত্তি করে চারটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে:

কথা সাহিত্য	প্রধান বিষয়বস্তু	সামাজিক-ধর্মীয় উদ্দেশ্য	গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক উদাহরণ
ধর্মকথা	আধ্যাত্মিক মুক্তি, ধার্মিকতা, অহিংসা এবং নৈতিক পবিত্রতা।	মানুষকে মুক্তির পথ, সন্ন্যাস ধর্ম এবং গৃহস্থের নৈতিক আচরণের দিকে পরিচালিত করা।	নায়াধম্মকহাও, সমরাইচ্চকহা।
অর্থকথা	পার্থিব সম্পদ অর্জন, রাজনীতি, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা।	বণিক, গিল্ড নেতা এবং গৃহস্থদের জন্য বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান।	কুভালয়মালাকহা-র অংশ, বৃহৎকথাকোষ।
কামকথা	নান্দনিকতা, রোমান্টিক প্রেম, মনস্তাত্ত্বিক ইচ্ছা এবং অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ।	মানবিক আবেগ অন্বেষণের পাশাপাশি সেগুলির আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটানো।	তিলকমঞ্জরী, নীতিগল্পের ধর্মনিরপেক্ষ অংশগুলি।
মিশ্রকথা	ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটির মিশ্রণে তৈরি রূপক গল্প।	সামুদ্রিক অভিযান, রাজকীয় রাজনীতি এবং নৈতিক বিজয়ের গল্পের মাধ্যমে পাঠককে আকর্ষণ করা।	সমরাইচ্চকহা, উপমিতিভবপ্রপঞ্চকহা।

এছাড়াও, জৈন নীতিশাস্ত্রবিদরা সাহিত্যের একটি দ্বৈত শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োগ করেছিলেন:

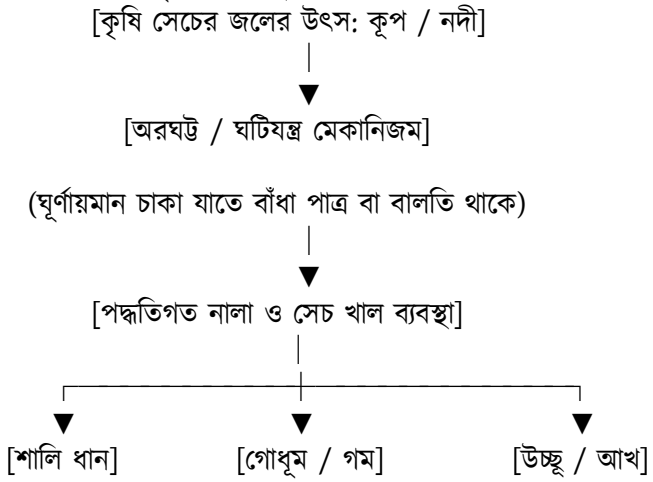
- **সৎকথা (ধার্মিক কথা সাহিত্য):** যেসব গল্প সামাজিক সম্প্রীতি, নারীর মর্যাদা, সততা এবং আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা প্রচারের জন্য রচিত হয়েছিল। সিদ্ধর্ষি সুরির উপমিতিভবপ্রপঞ্চকহা-র মতো নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থগুলিতে মহিলাদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখানো হয়েছে।
- **বিকথা / অকথা (নিষিদ্ধ কথা সাহিত্য):** অতিরিক্ত হিংসা, চাঞ্চল্যকরতা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা ব্যভিচারকে কেন্দ্র করে রচিত গল্প, যা সামাজিক নীতি এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত হতো।

নীতিশিক্ষামূলক গদ্যের পাশাপাশি, চরিত সাহিত্য (পুরাণ বা চরিত) জৈন বর্ণনামূলক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গঠন করেছিল। জিনসেনের আদিপুরাণ (৯ম শতক), সংঘদাসের বাসুদেবহিণ্ডি, হরিসেনের হরিবংশ পুরাণ (৮ম শতক), জিনসেন ও গুণভদ্রের ত্রিষষ্টিলক্ষণা মহাপুরাণ (৯ম শতক), এবং হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বণ (১২ শতক)-এর মতো কাজগুলি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জৈন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে প্রাচীন ও প্রাক-মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান এবং নগর জীবন সম্পর্কে গভীর তথ্য প্রদান করে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

৪. কৃষি অর্থনীতি, ফসলের বৈচিত্র্য এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা

আধ্যাত্মিক শিক্ষার বাইরেও, জৈন কথা সাহিত্য প্রাক-মধ্যযুগীয় ভারতের (আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৬০০–১২০০) কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য প্রদান করে। এই গ্রন্থগুলিতে গ্রামীণ সমাজের একটি সুসংগঠিত স্তরবিন্যাস দেখা যায়—যার মধ্যে ভূমিহীন কৃষি মজুর (কর্মকার) থেকে শুরু করে সমৃদ্ধশালী গৃহস্থ কৃষক (কুটুম্বিন) এবং জমির মালিক বা সামন্তরা (ভূপতি) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।



৪.১. সেচ প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি

জৈন কথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবদান হলো ভারতীয় কৃষিতে যান্ত্রিক বিবর্তনের দলিল প্রস্তুত করা। ৮ম শতক থেকে, হরিভদ্র সুরির সমরাইচ্চকহা এবং উদ্যোতন সুরির কুভালয়মালাকহা-র মতো গ্রন্থগুলিতে অরঘট্ট বা ঘটিযন্ত্র (পার্সিয়ান হুইল)-এর ব্যবহারের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই জল তোলার যন্ত্রটি—যা একটি ঘূর্ণায়মান চাকা এবং তাতে বাঁধা মাটির বা ধাতুর পাত্রের শিকল নিয়ে গঠিত—গভীর কূপ থেকে জল তোলার সেচ দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অরঘট্ট-এর ব্যবহারের ফলে পশ্চিম ভারতের (গুজরাট, রাজস্থান) এবং দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক ও অর্ধ-শুষ্ক অঞ্চলে কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভর না করে নিবিড় বহুমুখী ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছিল।

৪.২. ফসলের বৈচিত্র্য ও কৃষি সমৃদ্ধি

উন্নত সেচ অবকাঠামোর সহায়তায় জৈন গ্রন্থগুলিতে নিবিড় বহুমুখী ফসল চাষের ছবি ফুটে ওঠে। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি-র মতো অভিধান ও বর্ণনামূলক রচনায় ১৭ ধরনের ভিন্ন খাদ্যাশস্যের (ধান্য) তালিকা রয়েছে। জৈন সাহিত্যে উল্লেখিত প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে:

১. **ধানের বৈচিত্র্য:** শালি ধান (রোপণ করা সূক্ষ্ম চাল), কলম, এবং ব্রীহি।
২. **খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল:** গোধূম (গম), যব (বার্লি), এবং উচ্ছূ (আখ)।
৩. **তৈলবীজ ও ডাল:** সরিষা (সরষপ), তিল (তিল), ছোলা এবং বিভিন্ন ডালজাতীয় শস্য।

উর্বর জমি, শস্যভাণ্ডার (কোষ্ঠাগার) এবং ঋতুভিত্তিক ফসল কাটার উৎসবের বর্ণনা একটি উৎপাদনশীল কৃষি অর্থনীতিকে নির্দেশ করে, যা উদীয়মান শহরগুলিকে টিকিয়ে রাখার মতো প্রচুর উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনে সক্ষম ছিল।

৫. শিল্প অগ্রগতি, বস্ত্র উৎপাদন এবং বাণিজ্য নেটওয়ার্ক

জৈন কথা সাহিত্যে অ-কৃষি শিল্প, কারিগরি উৎপাদন এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যের বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। আনহিলওয়াড়া পাটান, উজ্জয়িনী, ভরুচ (ভৃগুকচ্ছ), তাম্রলিপ্তি এবং বলভীর মতো শহরগুলিকে সমৃদ্ধ শিল্প কেন্দ্র হিসেবে চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১. বস্ত্র শিল্প এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উৎকর্ষ

বস্ত্র শিল্প হলো পেশাদার কারিগরি দক্ষতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ যা এই গ্রন্থগুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে। জৈন

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

কথাগুলিতে গিল্ড-ভিত্তিক কারিগরদের (শ্রেণি) তৈরি বিভিন্ন উচ্চমানের কাপড়ের ক্যাটালগ পাওয়া যায়:

- **ক্ষৌম:** তিসি ফাইবার থেকে তৈরি উচ্চমানের লিনেন।
- **দুকূল:** রাজপরিবারের পরিহিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম রেশম বা মিহি মসলিন।
- **অংশুক:** হালকা, পাতলা ও স্বচ্ছ বিলাসবহুল কাপড়।
- **কৌশেয়:** চাষ করা এবং বুনো রেশম বস্ত্র।
- **অর্ধসুবর্ণবস্ত্রযুগল:** সোনা ও রূপোর সুতো (জরি) দিয়ে বোনা বিশেষ একজোড়া বিলাসবহুল পোশাক।

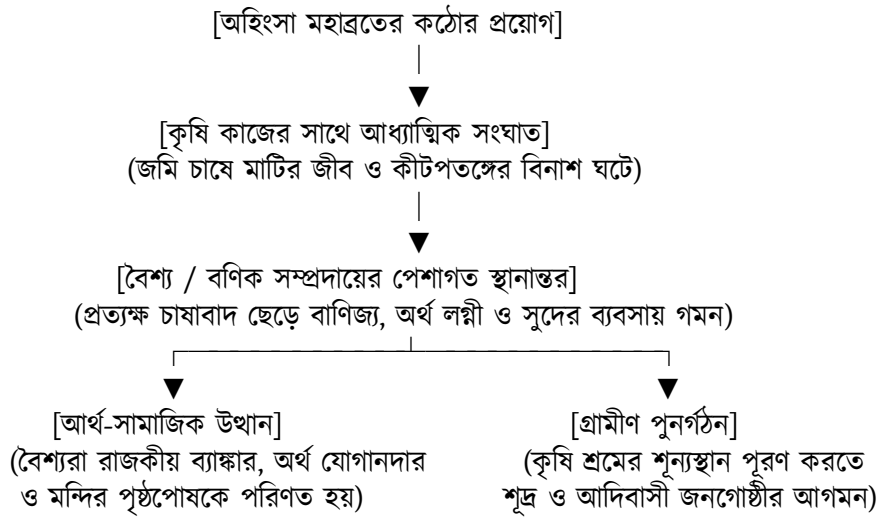
সমরাইচ্চকহা-র মতো গ্রন্থের রূপক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এই কাপড়গুলি এত সূক্ষ্ম এবং হালকা হতো যে একটি পুরো পোশাক ছোট আংটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে গলে যেতে পারত বা হাতের তালুতে মুঠো করে রাখা যেত, যা মধ্যযুগীয় ভারতীয় তাঁতি গিল্ডগুলির কারিগরি দক্ষতার সাক্ষ্য দেয়।

৫.২. বাণিজ্যিক কাজকর্ম, গিল্ড এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য

জৈন সাহিত্য প্রায়শই শ্রেষ্ঠী বা সেটজি (শ্রেষ্ঠী) এবং সংগঠিত ব্যবসায়ী গিল্ডগুলির (শ্রেণি, নিগম) কথা তুলে ধরে। বৃহৎকথাকোষ এবং কুভালয়মালাকহা-র মতো রচনাগুলিতে ক্যারাভান ব্যবসায়ীদের (সার্থবাহ) জলপথ ও স্থলপথে ভ্রমণের প্রাণবন্ত বিবরণ রয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (সুবর্ণভূমি) এবং মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালিত দূরপাল্লার সামুদ্রিক বাণিজ্যিক অভিযানের উল্লেখ মেলে। এই গ্রন্থগুলিতে প্রমিশরি নোট, ঋণপত্র, পণ্যের বীমা, সামুদ্রিক শুল্ক এবং ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা প্রদানকারী রাজকীয় সনদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬. সামাজিক রূপান্তর, অহিংসা এবং জাতিগত গতিশীলতা

বিশেষ করে প্রাক-মধ্যযুগীয় এবং গুপ্তোত্তর যুগে জৈন দর্শনের ব্যাপক প্রচার ভারতীয় সমাজের প্রথাগত বর্ণাশ্রম (বর্ণ) ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছিল।



৬.১. অহিংসা মহাব্রত এবং পেশাগত রূপান্তর

জৈন নীতিশাস্ত্রের মূলে রয়েছে **অহিংসা** (সম্পূর্ণ অ-হিংসা)-র নীতি। গৃহস্থ অনুসারীদের (শ্রাবক) জন্য সরাসরি কৃষিকাজে অহিংসা পালন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। লোহার লাঙল দিয়ে গভীর চাষাবাদ, বন পরিষ্কার করা, জলপ্রবাহ আটকে দেওয়া এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ফলে মাটির ভেতরের ছোট ছোট জীব ও কীটপতঙ্গের ক্ষতি হওয়া ছিল অনিবার্য।

ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে, জমিদার ও কৃষক বৈশ্য সম্প্রদায়ের এক বিশাল অংশ ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ চাষাবাদ ছেড়ে দেয়। তারা তাদের মূলধন, সামাজিক যোগাযোগ, স্বাক্ষরতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাকে অ-হিংসাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত করে: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থ লগ্নী, ব্যাংকিং, পণ্যের দালালি এবং সুদের ব্যবসা (* কুসীদ*)।

৬.২. জাতিগত পরিবর্তন এবং প্রাক-মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো

এই পেশাগত স্থানান্তর প্রাক-মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামোকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করেছিল:

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

১. **বণিক অভিজাতদের উত্থান:** ধনী বৈশ্য সম্প্রদায় নগর বাণিজ্য, অর্থব্যবস্থা এবং প্রশাসনে আধিপত্য বিস্তার করায় তারা প্রভাবশালী রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ, মন্ত্রী এবং শিল্প ও মন্দির স্থাপত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়।

২. **গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন শ্রেণীবিন্যাস:** কৃষিকাজ থেকে বৈশ্যদের সরে আসার ফলে গ্রামীণ এলাকায় কাজের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা মূলত শূদ্র সম্প্রদায়, বর্গাদার কৃষক এবং স্থানীয় উপজাতিদের (কিরাত ও ভিল) দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল, যারা কৃষি উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

৩. **বর্ণের সীমানার নতুন ব্যাখ্যা:** এই রূপান্তরটি নগর গিল্ডগুলির অর্থনৈতিক প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং কৃষি শ্রমকে প্রধানত নিম্ন বর্ণগুলির হাতে স্থানান্তরিত করেছিল, যা প্রাক-মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক ও শ্রেণী গতিশীলতাকে নতুন মাত্রা প্রদান করে।

৭. উপসংহার

কেবল তপস্যা সংক্রান্ত আদর্শ, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী এবং তত্ত্ববিদ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে, জৈন সাহিত্যিক কর্মসমূহ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের এক গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ক্রনিকল হিসেবে কাজ করে। জৈন সাহিত্য তার প্রাথমিক ধর্মীয় লক্ষ্যের গণ্ডি পেরিয়ে ইতিহাস পুনর্গঠনের একটি অমূল্য ধর্মনিরপেক্ষ আকর হিসেবে কাজ করে। এটি শুষ্ক শিলালিপির রেকর্ড এবং তৃণমূল স্তরের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। সংস্কৃতের পরিবর্তে জনগণের ভাষা—অর্ধমাগধী, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, তামিল, এবং কন্নড় ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে জৈন পণ্ডিতরা জ্ঞানকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন এবং আধুনিক ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

জৈন গল্পগুলির শ্রেণীবিন্যাস (ধর্মকথা, অর্থকথা, কামকথা, মিশ্রকথা) মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলির একটি সূক্ষ্ম উপস্থাপনা নির্দেশ করে, যেখানে সৎকথা-কে নৈতিক আচরণ ও নাগরিক দায়িত্ব উৎসাহিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে, এই গ্রন্থগুলি অরঘট্ট-এর মতো প্রধান প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, ফসলের বৈচিত্র্য এবং উচ্চমানের বস্ত্র উৎপাদন পদ্ধতি তুলে ধরে। তদ্ব্যতীত, অহিংসা-র কঠোর প্রয়োগ পেশাগত বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল, যা বৈশ্য সম্প্রদায়কে বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থার দিকে চালিত করে প্রাক-মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক কাঠামোর নতুন রূপদান করেছিল। আধুনিক ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক গবেষকদের জন্য জৈন বর্ণনামূলক সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য উৎস হিসেবে গ্রহনীয়।

REFERENCES

- Jacobi, H. (Ed.). (1926). Haribhadra's Samaraiccakahā: A Jaina Prakrit Work. Calcutta: Asiatic Society of Bengal.
- Upadhye, A. N. (1943). Introduction to Brihatkathakosa of Harisena. Singhi Jain Series, Varanasi.
- Jain, Jagdish Chandra. (1970). Prakrit Jain Katha Sahitya. Ahmedabad: L.D. Institute of Indology.
- Sharma, R. S. (1966). Light on Early Indian Society and Economy. Bombay: Manaktalas.
- Winternitz, M. (1933). History of Indian Literature (Vol. II): Buddhist and Jaina Literature. Calcutta: University of Calcutta.
- Singh, Upinder. (2008). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Pearson Longman.
- Singhaniya, Nitin. (2020). Indian Art and Culture (3rd ed.). McGraw Hill Education India Private Limited.
- Dahiya, Poonam Dalal. (2020). Ancient and Medieval India (2nd ed.). McGraw Hill Education India Private Limited.
- Cort, John E. (2001). Jains in the World: Religious Values and Ideology in India. Oxford University Press.
- Majumdar, R. C. (Ed.). (1955). The History and Culture of the Indian People: The Age of Imperial Kanauj. Bharatiya Vidya Bhavan.
- Shah, U. P. (1987). Jaina-Rupa-Mandana (Jaina Iconography). Abhinav Publications.